সবকিছুতেই খেলনা হয়

শঙ্খ ঘোষ/গণেশ পাইন

দেশবিদেশের শিশুসাহিত্য : ১

সাধারণ সম্পাদক : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সবকিছুতেই খেলনা হয়

সবকিছুতেই খেলনা হয়

ছড়া শঙ্খ ঘোষ

ছবি গণেশ পাইন

দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

কুড়োনো ফল পুরোনো ফল
নতুন কেবল ঝাঁকা।
পুরোনো হাত নতুনকে দেয়
ইমনকে দেয় 'ফাঁকা'।

সূচনাকথা

'আজকাল' প্রকাশন থেকে, কয়েকবছর আগেকার এক বইমেলায়, ছাপা হয়েছিল একটি ছড়ার বই : 'রাগ কোরো না রাগুনি'। মেলার পর থেকে সে-বই আর পাওয়া যায় না। নতুন কয়েকটি লেখা জুড়ে, একটু ভিন্নভাবে সাজিয়ে, 'দেশ-বিদেশের শিশুসাহিত্য'-সিরিজের জন্য আবার বেরোচ্ছে এই বই। নাম অবশ্য পাল্‌টে গেল। আর এই প্রথম আমার কোনো বইয়ের নাম রইল অন্যের ইচ্ছেয়। নাম দিয়েছেন শ্রী মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদ এবং ভিতরকার ছবিগুলি এঁকে বইটিকে সম্মানিত করেছেন শ্রী গণেশ পাইন।

শঙ্খ ঘোষ

সূচিপত্র

সবকিছুতেই খেলনা হয়

নামতা

নামতা ভুলে আমতা গেলে
সামতাবেড়ের গা-য়
শালুক-মুখে ভালুক উঠে
দাঁড়াচ্ছে জ্যোৎস্নায়
চুক্তি করে নিক্তি মেপে
দোক্তা যদি খায়
জ্যোৎস্নারাতে পোষ মানাতে
স্বর্গে চলে যায়।

উলুকঝুলুক

উলুকঝুলুক শুলুক পাতায়
কন্টিকারির ফুল
হরেকরকম আল্‌সে কথা
পোড়ো বাড়ির ঝুল

শ্যাওড়া গাছের টনকনড়া
বাস্তুভিটের ভূত
চাঁদনি রাতে কুলপি গড়ায়
আস্ত তিরিশ ফুট
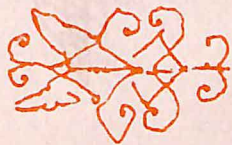
ঢেউ লেগে তার বাঁশের বনে
ওঠে গানের ঝড়
শুনলে আসে সংগোপনে
কম্প দেওয়া জ্বর

ওঝা আসেন জ্বর তাড়াতে
শাপলামুড়ি দিয়ে
উলুকঝুলুক শুক্ল রাতে
খ্যাঁকশেয়ালের বিয়ে।

ফিনিকঝিনিক

চাকুমচুকুম বাকতাল্লা
অন্ধকারের ছা
গাবুসগুবুস ইয়া আল্লা
ডুবল ভরা না'
পৈঠাতে পা ফিনিকঝিনিক
ইস্কাপনের বিবি
জলের থেকে তুলতে পারি
বল্ আগে কী দিবি !

ঢাক

পথ ছিল না আর   তবু
কদম কদম বাড়্।

স্বস্তি ছিল না   তবু
যখনতখন গা।

দুঃখ গোপন ঢেউ   সেটা
জানবে না আর কেউ।

কান্না যতই পাক   সবাই
সাজাক বাজাক ঢাক।

বর-বৌ

বরবেশে এসে
দরবেশ খায়
গর্বে সে মাতোয়ারা

বরযাত্রীরা
দই আর চিঁড়া
করে ভাগ-বাঁটোয়ারা

বৌ তক্ষুনি
হলো দুঃখিনী
কই মাছ নেই ব'লে

থলি তিনটাই
হলো ছিনতাই
গড়িয়ার অঞ্চলে।
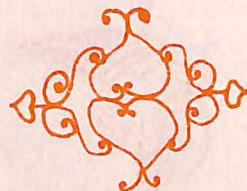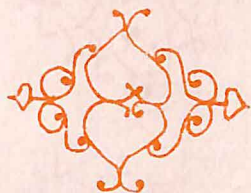
শহর

রাগ কোরো না রাগুনি
মুখ কোরো না বেগুনি
বাস আসবে এখুনি
ছুটতে হবে তখুনি
বাসের পিছন পিছনে
কী শুনতে সে কী শোনে
বাসের গায়ে কাঁঠালফল
নেই পা-দানি নেই হাতল
কোলে তোমায় নিল না
জায়গা তো আর ছিল না
তাই বলে কি রাগতে হয়
ধৈর্য ধরে থাকতে হয় !

নাম

নাম ছিল না ধাম ছিল না ওই ছেলেটার।
যেই
জানতে চেয়েছি—
নামটা তোমার কী ?
অম্‌নি হলো কী
দরদরিয়ে ঘামছিল সে, নামছিল জল চোখে
কাজেই তখন ওকে
ঠান্‌দি এসে নাম দিয়েছে—
কান্দিও না শোকে।
কান দিয়ো না কী কথা কয়
অন্য পাড়ার লোকে।

২১

আচার
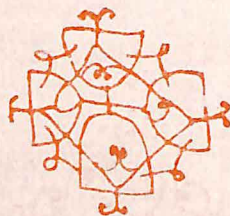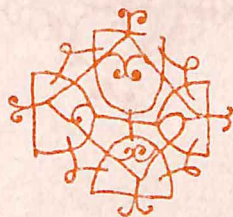
কী জন্যে আর এ উঁকিঝুঁকি
পেলে কিছু কি ? পেলে কিছু কি ?
পেয়েছি আচার, পেয়েছি বাঁচার
আসল মানে
চালতে তেঁতুল কদ্‌বেল যদি
সসম্মানে
ঝুলে থাকে গাছে তবে বুঝি আছে
বাঁচার মানে !
আচারেই এত হয়েছ সুখী ?
ও কচি খুকী—
পেলে কিছু কি ? পেলে কিছু কি ?

দু-এক ডজন আণ্ডা নিই
জমবে খানা খানদানি

এক টাকাতে সিক্কা লাভ
নিই যদি এই শিক-কাবাব

একটু আগে কী বললাম
লেআও মুরগ্-মুসল্লাম

হাঁক দিয়ে ভাই বল্-না ছাই
জল্দি দু-প্লেট গল্দা চাই
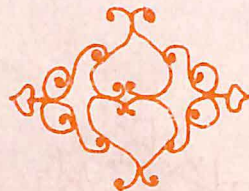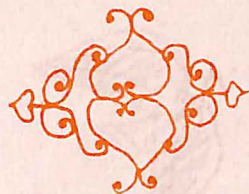
বাড়ছে কি নিঃশব্দে বিল
থাক তবে আর চপ-ডেভিল

ভাবতে ভাবতে ফুটপাথে
লুটোই খিদের উৎপাতে।

দিন ফুরোলে

সূয্যি না কি সত্যি নিজের ইচ্ছেয়
ডুব দিয়েছে ? সন্ধে হলো ? তুচ্ছাই !

আকাশ জুড়ে এক্ষুনি এক ঈশ্বর
চমকে দেবেন লক্ষ রঙের দৃশ্যে।

লক্ষ, বা তা হতেও পারে একশো –
কেই-বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স !

আমরা কি আর দেখতে পাব ভাবছ ?
বাপমায়েরা যাবেন তবে মুচ্ছো !

খানা

২৫

পাখির সারি যেমন ধানের গুচ্ছে
আঁধার ফেলে ঘরের দিকে উড়ছে

তেমনি এবার ফিরতে হবে সত্যি
নিজের নিজের মন-খারাপের গর্তে।

বলবে বাবা : এইটুকু সব বাচ্চা –
দিন ফুরোলেও মাঠ ছাড়ে না ? আচ্ছা !

মা বলবে : ঠ্যাংহুটো কী কুচ্ছিৎ !
একগঙ্গা জল দিয়ে তাই ধুচ্ছি।

তর্ক

মা বলছেন—অলক্ষুনে !
বাপ বলছেন—ছিছি
কেন আমার মা-মণিকে
বকছ মিছিমিছি ?

বাপ বলছেন—বাউণ্ডুলে !
মা বলছেন—বা রে
অষ্টপ্রহর খাঁচার মধ্যে
থাকতে কি কেউ পারে ?

সত্যিমিথ্যে

কোন্‌টা যে ওর সত্যি কথা
কোন্‌টা বলে মিথ্যে
সেটাই যদি জানতে তবে
অনেক কথাই শিখতে !

কপাল যখন শক্ত থাকে
ভুরুর টানও পষ্ট
তখন দূরে তফাৎ থেকো
নিদেন শতেক হস্ত

কারণ তখন রোখ চেপেছে
বলবে সবই সত্যি
এদ্দিক ওদিক রাখবে না আর
কিছুই ঝরতিপড়তি

কিন্তু যখন ফুরফুরে ঠোঁট
ভুরুর কোণে ভাংচি –
তুহাত জুড়ে বোলো, সবই
মানছি বাবা মানছি।

কারণ তখন চোখের আড়ে
ঝিলিক দেবে মিথ্যে
বুঝবে যে সে দাঁড়িয়ে আছে
সৃষ্টি করার তীর্থে।

সীতার দুঃখ

গন্ধমাদন পর্বতে
ফলত না কি বরবটি ?

এই-না ভেবে জাম্ববান্
কিষ্কিন্ধ্যায় গম বানান।

সীতাও ছিলেন দুঃখিনী
কেননা কী কুক্ষণে

সমস্ত বরবাদ হলো
হিঞ্চে খাবার সাধ হলো

লঙ্কাতে কি হিঞ্চে নেই ?
ওসব ওজর শুনছি নে।

বলতে বলতে লঙ্কারাজ
দেখতে গেল কুচকাওয়াজ।

খেপলে কিন্তু সত্যি সে
মারবে ছুঁড়ে শক্তিশেল

ফুটিয়ে দেবে জোরসে হুল
দেখবি চোখে সর্ষে ফুল
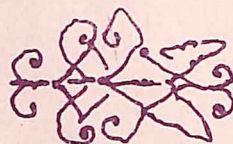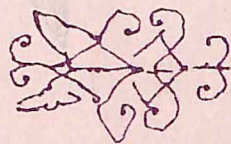
সর্ষে হলে ধানগাছে
করবে না আর দাঙ্গা সে।

খান না চিনি গুড় সীতা
শাকের শোকে মূর্ছিতা

কাজেই তখন সবাই ধায়
চাষ করতে অযোধ্যায়।

জাপান

মন ছিল না চা-পানে।
শুনছি না কি আরেক রকম
চা পাওয়া যায় জাপানে।
ভাবছি যাব সেই দেশেতেই
—পায়ে হেঁটে নয়, ঝাঁপানে।
কিন্তু যদি শীত হয় খুব
হিম পড়ে হাড়-কাঁপানে?
ডাইনে যেতে ঝাঁপান যদি
ছিট্‌কে পড়ে বাঁ-পানে?
কাজ নেই আর, বাসায় থাকি
কে যেতে চায় জাপানে!

মাছ ধরা

নন্দীগাঁয়ের গালফোলা
মস্ত একটা জাল ফেলে
ধরছিল মাছ মণ-দেড়েক

তাই শুনে তার বন্ধুরা
দৌড়ে আসে হুংকারে
হাঁক দিয়ে কয় 'ফিস্টি চাই

হরেক রকম মিষ্টি চাই
আর কী খাব লিস্টি চাই
গন্ধে যে ভাই ঘুম কাড়ে' —

অম্‌নি সটান গালফোলা
ভেদ ক'রে সব ডালপালা
উঠল গিয়ে মগডালে।

এম্‌নি করে দঙ্খালে
কেই-বা পারে তিষ্ঠোতে ?
থাক পড়ে জাল গাছতলায়।

এদিকে সেই আল্‌সেরা
দিচ্ছিল যেই শিস্‌ ঠোঁটে
সঙ্গে সঙ্গে জাল ছিঁড়ে

৩৫
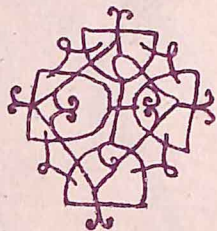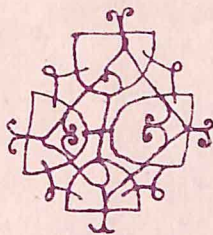
হৈ হৈ আর রৈ রোলে
চাদ্দিকে সব দৌড়ল
ট্যাংরা মাগুর মৌরলা।

মোক্ষদা

ছারপোকারা তক্তপোশে
কিসের জন্য রক্ত পোষে ?

প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে
প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে।

ঠুকরিয়ে খায় আরশোলাটা
কারই-বা গুড় ? কার ছোলাটা ?

টিকটিকিরও লক্ষ্যটা কে ?
প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে।
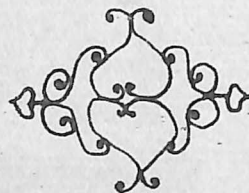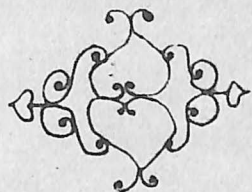
কামড়াল কি জোঁক খোকাকে ?
প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে।

ব্যাপারটা যে অলক্ষুনে
সেই কথাটা বলুক খুলে।

উচ্চিংড়ের মন তো ভোঁতা
জানতে তুমি অন্তত তা—

কিন্তু কেন মত্ত এসে
নাচায় আমায় কথকে সে ?
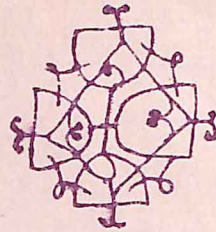
কেই-বা পাবে মোক্ষ তাতে ?
প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে।

প্রশ্ন করো প্রশ্ন করো
প্রশ্ন করো মোক্ষদাকে।
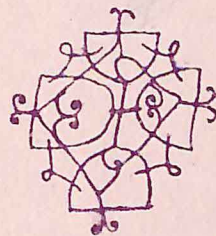
সানাই

গণ্ডাকয়েক ঠাণ্ডা মানুষ
ছিলেন সে-প্যাণ্ডেলে
রামকানাইয়ের সানাই শুনে
হৃদয়টা দেন ঢেলে—
কাজেই তত মন ছিল না
চটিতে স্যাণ্ডেলে
উধাও হয়ে গেছে সেসব
চুঁচুড়া ব্যাণ্ডেলে।

এক থাকা

কেউ যে কানা, কেউ খোঁড়া
এটা রটায় মূর্খরা।

কেউ যে কালা, কেউ খোনা
সেটাও কোনো দুঃখ না।

কেউ বেশি, কেউ কম জানে
কেউ পূজা, কেউ রমজানে—

মন যদি তাও এক থাকে
তুচ্ছ এসব ব্যাখ্যাকে।

সুলতান

টুপি খুলছেন
টিপু সুলতান
কিছু ভাবছেন
কিছু বলছেন
আর কলকেয়
দিয়ে ভুল টান
কেশে মরছেন
টিপু সুলতান।

হুঁকো-   বরদার
বলে   'সর্দার
ওরা   বজ্জাত
যত   গর্জাক
নেই   আপনার
কিছু   ভাবনার
দেশ   পালটান
দেশ   উলটান' –
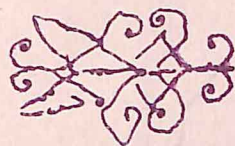
শুনে হাসছেন
আর কাশছেন
দিয়ে ভুল টান
মহা স্থুলতান
নেই ঢাক-ঢাক
ক'রে হাঁক ডাক
দেশ পালটান
দেশ উলটান

আর মুলতান
গান স্থূলতান।

আল্‌সে

লোকটা বড়ো আল্‌সে।
দেখার জিনিস দেখতে চায় না
দুচোখভরা চাল্‌শে।
আজ যদি দেয় প্রতিশ্রুতি
সব ভুলে যায় কাল সে।

মাস্তান

আস্তানা নেই রাস্তায় ঘুরি
তাই বলে বলো মাস্তান ?

ভির্‌মি খেয়েছ আমাদের দেখে ?
উঠেছে কি কারো শ্বাসটান ?

অল্পস্বল্প রুখে না দাঁড়ালে
ভাবো কি এখনো বাঁচতাম ?

এমন-কী যদি চোখ না রাঙাই
স্টপে যে থামে না বাসট্রাম !

ডাইনে-বাঁয়ে

লাল-হলুদ আর মেরুন-সবুজ
নিশানে গান জাগান
এই গলিটায় ইস্টবেঙ্গল
ওটায় মোহনবাগান।

মামা কেন খুনসুটিতে
দুইজনাকেই রাগান?
মা হয়েছেন ইস্টবেঙ্গল
বাবা মোহনবাগান।
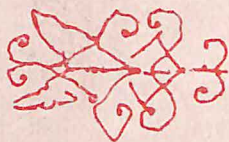
টিচার্স রুমে সবাই কেন
একশো কামান দাগান ?
বাংলার স্যার ইস্টবেঙ্গল
অঙ্ক মোহনবাগান।

দৌড়লে কী বুঝি, যখন
পিছে পুলিশ লাগান ?
বাঁ-পা আমার ইস্টবেঙ্গল
ডান-পা মোহনবাগান।

কাণ্ড শোনো

কাণ্ড শোনো হেডস্যারের
নাম শোনেননি বেডসারের।

হার্ভে হানিফ ফজল মে
চেনেন না এই কজন কে।

গিব্‌স্‌ রামাধীন ইম্‌তিয়াজ
জানো এ নাম তিনটি আজ ?

জপ করো হে দীনদয়াল
বল হাতে ওই লিণ্ডওয়াল !

হাটন হ্যামণ্ড ব্র্যাডমানের
রান কি তবু বাঁধ মানে ?

রেকর্ড হলো সোবার্সের
একশো করল কবার সে ?

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, আর, উরিব্বাস
বথাম জাহির রড্‌নি-মার্শ।

এদিক ওদিক সেদিক চাও
ইণ্ডিয়া কি নেই কোথাও ?

সবাই দিচ্ছে সাবাস কার ?
বিশ্বনাথ আর গাভাসকার।

ক্যাপ্টেনেরা চুপ থেকে
গুপ্ত রাখেন গুপ্তেকে।
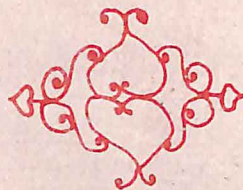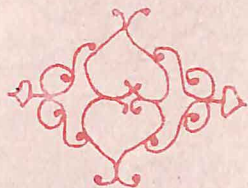
লিমেরিক ১

কমলিপুরের উকিলবাবু অল্প কথাই কন্ যাতে
কক্ষনো না পস্তাতে হয় ফালতু কোনো ঝঞ্ঝাটে
কেউ এলে তাই নালিশ করতে
শোনেন তিনি একটা শর্তে
চুপ করে দান ঢালতে হবে ছক্কা এবং পঞ্জাতে।

লিমেরিক ২

আটাশ টাকায় এক কিলো মাছ কিনে পতিব্রতা
খুকুকে রোজ অঙ্ক শেখান, ঘটে না অন্যথা।
বাগিয়ে ধরেন বইটিকে –
কষতে হবে ঐকিকে
পাঁচ পয়সায় সাতটা হলে এক পয়সায় কটা !
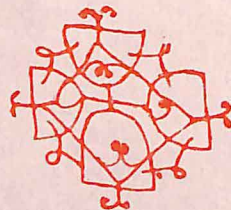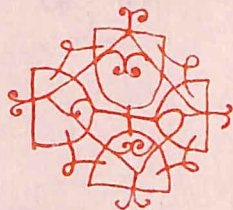
লিমেরিক ৩

পাগল বটে, কিন্তু তবু শাস্ত্রে তিনি বশংবদ
মানতেন যে লেখা বারণ, বলতে চাও তো শতং বদ।
কাগজখানি রাখেন শাদা
মুখে বলেন 'শুয়োর গাধা' –
এতেও যদি রাগ করে কেউ রাগটা হবে অসংগত।

লিমেরিক ৪

ছোটোবেলায় তেমন করে পড়াশোনায় মন দিত না
বড়ো হয়ে কাজেই হলো—বোকাও না পণ্ডিতও না।
আদত লোকটা কী লক্ষ্যে যে
রোদে পোড়ে বিষ্টি ভেজে
সবাই ভাবে বেঁচে থাকার সেটাও একটা ফন্দি তো না?

৫৫
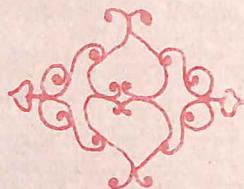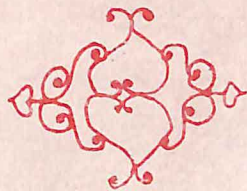
লিমেরিক ৫

মঞ্চে উঠে হাত পা ছুঁড়ে বাজবিদ্যুৎ চমকাও
হুঁশ থাকে না ঘন্টা-মিনিট কিংবা শ্রোতার সংখ্যাও
চোখের জলে ভিজল গরদ !
পরের দুঃখে এমন দরদ
যৎসামান্য কমতে পারে একটু যদি কম খাও।

লিমেরিক ৬

‘চলার সময় সামলে চোলো, দুটোই আছে চোখ তো !’
এই বলে মা খুড়ী পিসী সবাই তাকে বকত।
নিজেকে তাই সামলাতে সে
কানের মধ্যে তুলো ঠেসে
ঠ্যাংদুটোকে শেকল দিয়ে বাঁধল পাকাপোক্ত।

লিমেরিক ৭

'ভিক্ষে করতে এসেও যদি গায় ছোঁয়াবি হাত
একটা চড়ে পুঁচকে ছোঁড়া করব কুপোকাৎ' –
বলতে বলতে পটের বিবি
গুছিয়ে নিয়ে চুলের ঢিবি
বাসের ভেলায় উঠতে গিয়ে লোকের ঠেলায় কাৎ.

লিমেরিক ৮

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি খুলে খাতার পাতা
কীই-বা বলি কীই-বা লিখি বুঝতে পারি না তা।
সবটা যদি শূন্য রাখি
ব্যাপারটা বেশ জমবে না কি ?
শূন্যকে কি পূর্ণ করে নেবেন না ব্যাখ্যাতা ?

লিমেরিক ৯

সকাল থেকে কপাল ঠুকে যতই করুক প্রার্থনা
যে-কাজটাকেই ধরবে ভাবত কোনোটাই সে পারত না।
না-পারা তো নিজেই পারি
প্রার্থনা আর কী-দরকারি !
এ-যুক্তিতে তারপরে আর করত না সে আর্তনাদ।

লিমেরিক ১০

বাড়ি ফিরে এলেন বাবু বিশ্বপ্রেমের প্ল্যান দিয়ে।
রকম দেখে ভয় হয় যে প্রাণটা বুঝি দেন দিয়ে।
বাইরে এমন লোক্‌মান্যি –
ঘরে ফিরেই জল পান নি
রাগ করে তাই ভাতের থালা ছুঁড়ে দিলেন ঠ্যাং দিয়ে।

লিমেরিক ১১

মা বলেছে আমার না কি অঙ্কে তেমন মাথা নেই
পড়তে বসলে গরম মাথা ঢাকব তেমন কাঁথা নেই।
এমন কেন হয় বলো তো
তোমারও কি এসব হতো ?
—আমার তো আর মাথার মধ্যে আস্ত একটা পাঁঠা নেই।

লিমেরিক ১২
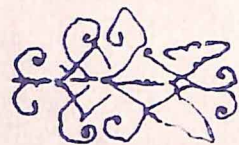
ভাবছিল সে আসবে চলে হট্টগোলের পাশ কেটে
কক্ষনো আর থাকবে না এই ফুটবলে বা বাস্কেটে।
করতে গেল এপাশ ওপাশ
মাথার ওপর পড়ল ধপাস
মাঠের মধ্যে উলটে গিয়ে লাগল তালের শাঁস খেতে।

হিস্ট্রি
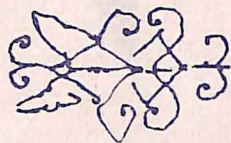
যখন নামে বৃষ্টি
পড়তে বসি হিস্ট্রি।
কিন্তু কেন
সব ভুলে যাই
সেটাই একটা মিস্ট্রি।

ইলতুৎমিস মেগাস্থিনিস
কিসের জন্য এসব জিনিস
কেই-বা ছিল খসরু, কে বা
মৈনুদ্দিন চিস্‌তি—
থাকত মনে
মাথায় যদি
স্ক্রু বসাত মিস্ত্রি
নইলে দেখি ঘোর মুশকিল
করতে পারে হিস্ট্রি।

ঝমর্‌ঝম্

ইন্দ্র বরুণ অমর যম
বৃষ্টি করুন ঝমর্‌ঝম্

বৃষ্টি করুন রাতদিনই
নামব পথে সাধ্যি নেই

শহর হলো বানভাসি
আয় দেখে যা গ্রামবাসী

ভুলছে গাড়ি চৌকোনা
বাসটাই ঠিক নৌকো না ?

সেটাও যদি কম দোলায়
যাও চলে যাও গণ্ডোলায়

ব্রহ্মা ভাবেন সবিস্ময়
কলকাতা কি ভেনিস হয়!

বরং চলো হরিদ্বার
জুটবে কিছু খরিদদার।
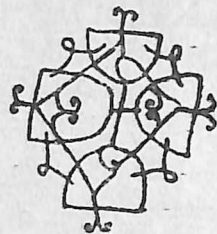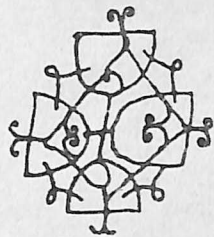
কলকাতা

বলছি সবই, খোল্ খাতা—
ডিসেম্বরের শীতদুপুরে
ডিগবাজি খায় কলকাতা।

কখন যে যাই কার কাছে
এ ওর পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে
বইমেলা আর সার্কাসে!

অল্প কটা মুদ্রা নে—
মিউজিয়ামে, চিড়িয়াখানায়,
বিধান-শিশু-উদ্যানে।

ফুচকা খাওয়ার আহ্লাদে
ময়দানে বেশ দৌড় লাগাব
পারবি কে আয় পাল্লা দে।

রই না যখন বন্ধনে
তক্ষুনি খুব বুঝতে পারি
অন্ধকারের গন্ধ নেই।

ওই কথাটার অর্থ কী?
অর্থ তো নেই, দুই হাতে তোর
আমলকী আর হরতকী!

এবার ছুঁড়ে ফেল্ খাতা
নিউ ইয়ারে শহর তো আর
কলকাতা নয়, ক্যালকাটা!
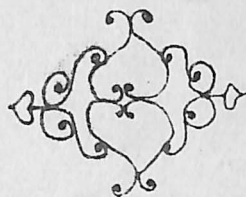
সমান সমান সমান

দুঃখসুখের ঝোঁকে
বলতে গেছি তোকে
তুই কি আমার বন্ধু হবি—
অম্‌নি কোথার থেকে
পায়ের মধ্যে অতর্কিতে
কামড়ে দিল জোঁকে
তোর সুরেলা গলার টানে
দৌড়ে এল লোকে।

সমান সমান সমান
তুই যে আমার বন্ধু হলি
এটাই তো তার প্রমাণ।

অন্ধকারে মুড়ে
এই আমাদের ভ্যাপসা গলি
পুরোনো থুত্থুরে।
হঠাৎ পাঁচিল ফুঁড়ে
একটা শাদা পাখির পালক
পড়ল এসে উড়ে—
কলকাতাটা পালটে গেল
এক ফালি রোদ্দুরে।
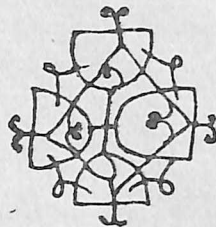
সমান সমান সমান
শহরটা যে আমাদেরও
এটাই তো তার প্রমাণ।
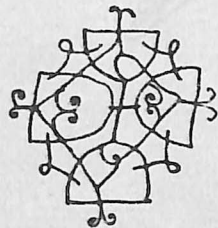
মিথ্যে কথা

লোকে আমায় ভালোই বলে, দিব্যি চলনসই —
দোষের মধ্যে, একটু না কি মিথ্যে কথা কই।
ঘাটশিলাতে যাবার পথে ট্রেন ছুটেছে যখন
মায়ের কাছে বাবার কাছে করছি বকম্ বকম্
হঠাৎ দেখি মাঠের মধ্যে চলন্ত সব গাছে
এক-একরকম ভঙ্গি ফোটে এক-একরকম নাচে
'ও মা, দেখো, নৃত্যনাট্য' — যেই বলেছি আমি
মা বকে দেয় 'বড্ড তোমার বেড়েছে ফাজলামি!'

চিড়িয়াখানায় নাম জানো তো আমার সেজোমেসোর ?
আদর করে দেখিয়েছিলেন পশুরাজের কেশর।
কদিন পরে চুনখসানো দেয়াল জুড়ে—এ কী
ঠিক অবিকল সেইরকমই মূর্তি যেন দেখি ?
ক্লাসের মধ্যে যেই বলেছি সুরঞ্জনার কাছে
'জানিস ? আমার ঘরের মধ্যে সিংহ বাঁধা আছে'—
শুনতে পেয়ে দিদিমণি অম্নি বলেন 'শোনো,
এসব কথা আবার যেন না-শুনি কক্ষনো !'

বলি না তাই সেসব কথা, সামলে থাকি খুব,
কিন্তু সেদিন হয়েছে কী—এম্নি বেয়াকুব—
আকাশপারে আবারও চোখ গিয়েছে আট্‌কে
শরৎমেঘে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে !

৭৩

হুতুমথুমো

খেতে বসেন হুতুমথুমো
মুখ তো নড়ে না
পাড়াপড়শি বলেন এসে
খা রে বাপু খা
না খাবি তো পিঠের ওপর
দেব দু-চার ঘা
জানলা দিয়ে তাকাস কেন
আমার দিকে চা'
মিট্‌কি হেসে মিচ্‌কে হুতুম
নাড়তে থাকে পা
মুখেও যদি যায়-বা খাবার
গলায় নামে না।

কল্পনা

অল্পবয়স কল্পবয়স
গল্পবয়স আয়
পাহাড়তলির ঝর্নাগুলি
ধর্না দেবে পা-য় !

একশো হাজার লক্ষ কোটি
তারার সঙ্গে উড়ে
চোখ ভিজিয়ে মন ভিজিয়ে
চলবি দূরে দূরে।,

দুঃখ
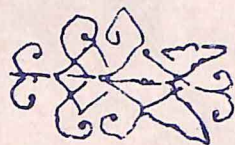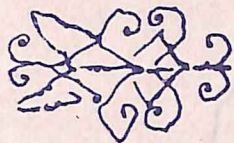
কিচ্ছু পড়া হচ্ছে না
দুঃখ হলো
সাতটা পাঁচ !

মাথায় ঘুমের পড়ল হাত
দুঃখ গেল
পৌনে আট !

কুটুমকাটাম

কোনো জিনিসটা ফেলনা নয়।
ইনি কাটাম উনি কুটুম
ইনি হাসেন উনি ভুতুম
কেউ পুরোনো কেউ-বা নতুন
সবকিছুতেই খেলনা হয়।

মস্ত এ সংসারে
ওই সাঁকোতে তুমি আছো
এই সাঁকোতে আমি আছি
মধ্যে আছেন অবিন ঠাকুর
জোড়াসাঁকোর ধারে।